The Bangladesh Today



Professor Dr. Md. Jobaer Alam receiving research excellence certificate from Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Vice Chancellor of the University of Dhaka. Photo: TBT

University of Dhaka Honors Faculty Excellence with Dean's Awards

TBT REPORT

The Faculty of Earth and Environmental Sciences at the University of Dhaka celebrated academic excellence on August 28, presenting Dean's Awards to faculty members who have made remarkable contributions to research in their fields. The ceremony, held at the historic Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of the university.

Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Vice Chancellor of the University of Dhaka, graced the occasion as the chief guest. The ceremony was also attended by distinguished university officials including Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Administration), Dr. Mamun Ahmed, Pro-Vice Chancellor (Education), and Professor Dr. M Zahangir Alam Chowdhury, Treasurer.

Among the awardees, Professor Dr. Md. Jobaer Alam received special recognition for his research excellence and outstanding achievement in publishing an article in Q1 journal on nutrient and heavy metal dynamics in the coastal waters of St. Martin's Island in the Bay of Bengal. His groundbreaking research contributes significantly to understanding marine environmental challenges in Bangladesh's coastal ecosystem.

The awards ceremony underscores the university's commitment to promoting research excellence and recognizing faculty members who contribute to advancing knowledge in earth and environmental sciences. The recognition of Q1 journal publications particularly highlights the faculty's growing international research impact. The event reinforced the Faculty of Earth and Environmental Science's position as a leading center for environmental research in Bangladesh, with faculty members conducting vital research on regional environmental challenges and sustainable development.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The New Age



Dhaka University tourism and hospitality management department holds the fresher reception of the 17th and 18th batch students at the InterContinental Dhaka on Monday. — Press release

DU tourism, hospitality management holds fresher reception

Staff Correspondent

THE fresher reception of the 17th and 18th batch students of the department of tourism and hospitality management, Dhaka University was held at the InterContinental Dhaka on Monday.

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan spoke virtually as chief guest at the event, which was presided over by tourism and hospitality management department chairperson Md Shariful Alam Khandakar, said a prelease.

DU treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury was present as guest of honour while dean of the faculty of business studies Professor Mahmud Osman Imam, managing director of Bangladesh Services Limited Mohammad Mahbubur Rahman Bhuiyan and director of sales and marketing department of Intercontinental Dhaka Rezwan Maruf were present as special guests.

আলোকিত বাংলাদেশ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম বিভাগের শিক্ষার্থীদের বরণ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

02 September 2025

প্রথম আলো

ডাকসু

রিটকারী শিক্ষার্থীকে 'গণধর্ষণের' হুমকি, প্রতিবাদ-সমালোচনা

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাধাবিপত্তি আসছে ও আসবে, তবে পরিস্থিতি ভালো

সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি উপাচার্য

উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাসা ভোটাভুটি বন্ধ করে আমাদের মূল জায়গায় ফোকাস রাখতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা



নিয়াজ আহমেদ খান

The Country Today

VC warns DUCSU election not without hurdles

DU Correspondant

Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan has said multifaceted obstacles are emerging and will continue to pop up in the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election.



He stated that the DUCSU election is a "challenging process" and the university authorities have no complaints about this.

"In some cases, the situation is better than we had feared. We have taken to the field united, with everyone by our side," he said on Monday at the Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom, next to the Vice-Chancellor's Office at the university.

The vice-chancellor said the university had received two court notices and writ petitions in connection with DUCSU. The authorities are trying to face the legal proceedings.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

02 September 2025

যুগান্তর



হাইকোর্ট থেকে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশের খবর প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে যুগান্তর

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত

ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই

আলমগীর মিয়া ও মাহাদী হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিকালে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন। ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এক রিটের প্রাথমিক শুনানির পর হাইকোর্ট বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ডাকসুর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেন। বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ ওই আদেশ দেন। আনন্দ-উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালীন তা স্থগিতের খবরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্বাচনমুখী ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা প্রতিবাদ করে আদেশ স্থগিতের দাবি জানান। প্রতিবাদমুখর শিক্ষার্থীরা এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল, সূর্যসেন হলসহ বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে মিছিল বের করেন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ। এতে ষড়যন্ত্রকারীরা উল্লসিত। তাদের দাবি, ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশনও ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা স্লোগান দেন—'এক দুই তিন চার, ডাকসু আমার অধিকার', 'ডাকসু নিয়ে ষড়যন্ত্র মানি না মানব না', '৯ তারিখ ডাকসু, দিতে হবে দিতে হবে', 'ডাকসু আমার অধিকার, রুখে দেয় সাধ্য কার', 'হাইকোর্টের প্রহসন মানি না, মানব না'।



নির্বাচন স্থগিত ঘোষণায় ঢাবি বিক্ষোভে উত্তাল, চেম্বার আদালতের আদেশ সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সবার মাঝে এনে দেয় স্বস্তি

নিয়মিত বিবিধ আবেদন না করা পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করা হয়েছে : ঢাবি আইনজীবী

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বর, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল করেন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ২

ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি থেকেই আমরা হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম। আজ এখান থেকে ঘোষণা দিতে চাই, ডাকসু নির্বাচন ঠিক সময়ই হবে। সেটাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এমন একটি নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছেন, যেখানে নির্বাচন বন্ধের ফাঁকফোকর রেখেছেন। আপনারা শিবিরের জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদ ছাত্রলীগের কমিটিতে থাকার পরও তাকে নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে ফাঁকফোকর রেখেছেন। এছাড়া রিটকারী আইনজীবী শিশির মনিরকে নিয়োগ দেওয়ায় তিনি ঢাবি প্রশাসনের সমালোচনা করেন। অন্যদিকে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপিপ্রার্থী সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসুসহ সারা দেশের ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করতে নানা ধরনের চক্রান্ত চলছে। আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, ডাকসু বন্ধ করতে যারা সামনে ও পেছন থেকে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের রুখে দিতে হবে। আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, ৯ সেপ্টেম্বরই ডাকসু নির্বাচন করতে হবে। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর দাবি, এটা জুলাই শহীদদের দাবি। ডাকসু হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপিপ্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, ডাকসু নির্বাচন ৫ আগস্টের পরপর'ই হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় এক বছর পার হয়ে গেলেও ডাকসু অনুষ্ঠিত হয়নি। অবশেষে ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু তারিখ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। কিন্তু এখনো ডাকসুকে বানচালের ষড়যন্ত্র শেষ হয়নি। আজ যে ষড়যন্ত্র দেখলাম, শিক্ষার্থীরা তা লাল কার্ড দেখিয়েছে। তিনি বলেন, একজনের প্রার্থিতা বাতিল করার জন্য রিট করাকে কেন্দ্র করে পুরো ডাকসু বানচালের চেষ্টা চালানো হয়েছে। আমরা যে শঙ্কা করছিলাম, তাই হতে যাচ্ছিল। ডাকসুতে শিক্ষার্থীদের অনুসাহিত করতে নানা ম্যাকানিজম উপস্থিত করা হয়েছে। ডাকসু হবে আপনাদের অধিকার। আপনারা উদ্গ্রীব ও আগ্রহী হন ডাকসুর প্রতি। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সব ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দেব। ডাকসু নির্বাচন কমিশনপ্রধান অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন বলেন, আমরা ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাচ্ছিলাম। ক্যাম্পাসে কোথাও কোনো সংঘাত নেই। হাইকোর্ট হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কীসের ভিত্তিতে দিলেন, তা স্পষ্ট নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী ও নির্বাচনমুখী প্যানেলগুলো যখন সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের দাবিতে অনড় অবস্থানে থেকে বিক্ষোভ করছিলেন, ঠিক সে সময়ে বিকাল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে তাদের কাছে এলো এক স্তম্ভিত খবর। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিষয়টি জানতে পারেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বিক্ষোভরত অবস্থায়ই উল্লাস করতে থাকেন। আদেশের ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নতুন মোড় নেয় পরিস্থিতি। তাৎক্ষণিকভাবে তারা আবার আনন্দ মিছিল বের করেন। চেম্বার জজ আদালতের আদেশের আগে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় ডাকসু নির্বাচন আটকে গিয়েছিল। সাধারণ শিক্ষার্থী ও নির্বাচনমুখী সংগঠনের নেতাদের তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ঢাবি প্রশাসন ভাবনায় পড়ে যায়। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চেম্বার আদালতে আবেদন করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। ফলে ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আর কোনো বাধা নেই। তিনি আরও বলেন, নিয়মিত সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন (নিয়মিত বিবিধ আবেদন) না করা পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করা হয়েছে।

চেম্বার জজ আদালতের আদেশের পর আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচন আয়োজন ও সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে খুবই সিরিয়াস এবং সিনসিয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বা ডাকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে নতুন সংস্কৃতি তৈরি হবে। এজন্যই আমরা এটা আয়োজন করেছিলাম। এর সব আয়োজন সম্পন্ন হয় ২৬ আগস্ট, যেখানে আমরা ক্যান্ডিডেটদের চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছি। এর পাঁচ দিন পর একটা রিট পিটিশন করে একটা রুল নেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচনকে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল।

তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, এটি ইনস্ট্যান্টলি আমরা মাননীয় চেম্বার জজের আদালতে এ বিষয়টির যে গুরুত্ব এবং ইম্পোর্টেন্স বলে আমরা চেম্বার জজের আদালতে হাতে লিখিতভাবে আবেদন করেছি। এই লিখিত আবেদন গ্রহণ করে চেম্বার জজ হাইকোর্ট ডিভিশন ডাকসু নির্বাচনকে স্থগিত করে যে আদেশ দিয়েছিল, এই আদেশকে সিএমপি ফাইল বা সিভিল মিসিলেনিয়াস পিটিশন ফাইল এবং শুনানির আগ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। শিশির মনির বলেন, আমরা আগামীকাল (আজ) সকালে সিএমপি দায়ের করব। আশা করি, আগামীকালই (আজ) গুরুত্বের বিচারে বাকিটা আদালতে শুনানি হবে। কিন্তু ইন দা মিনটাইম হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। তিনি বলেন, একজন ক্যান্ডিডেট তিনি নিজেও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চাননি, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন প্রার্থীর ব্যাপারে। ফলে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত থাকাটা কেউই ভালোভাবে নেবে বলে আমি মনে করি না। এই কনসার্ন বিবেচনায় নিয়ে চেম্বার জজ সিএমপি ফাইল এবং শুনানি পর্যন্ত এই (হাইকোর্টের) আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে দিয়েছেন।'

৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' থেকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন এসএম ফরহাদ। তিনি ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ নিয়ে ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা বিষয়ে ২৮ আগস্ট রিট করেন ডাকসু নির্বাচনে বাম জোট মনোনীত 'অপরাজেয় ৭১', 'অদম্য ২৪' প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলম। সোমবার বেলা ২টা ৪০ মিনিটের দিকে হাইকোর্টে রিটের ওপর শুনানি শুরু হয়। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী রিপন কুমার বড়ুয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন।

তফশিল অনুযায়ী, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। এবারের নির্বাচনে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সদস্য পদে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ২১৭ জন। পাশাপাশি ১৮টি হলে ১৩টি পদে মোট ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ এবং দুটি বামপন্থি জোটসহ প্রায় ১০টি প্যানেল অংশ নিচ্ছে।

শিক্ষার্থী আলীর বিরুদ্ধে শিবিরের লিখিত অভিযোগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামজোট মনোনীত 'অপরাজেয় ৭১', 'অদম্য ২৪' মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলমকে গণধর্ষণের হুমকি দিয়ে আলী হুসেন নামে এক ছাত্র ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। বিষয়টি ভাইরাল হলে তিনি ছাত্রশিবিরের রাজনীতি করেন বলে দাবি করেন ছাত্রদল ও বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তবে ছাত্রশিবির দাবি করছে, এটা তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা। ছাত্রশিবিরের সঙ্গে এই ছেলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আলোচনা-সমালোচনার মুখে ফেসবুক লাইভে এসেও এই আলী দাবি করেন, তিনি কোনো দলের সঙ্গে জড়িত নন। এবার সেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডাকসু নির্বাচন কমিশন বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদ। সোমবার রাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যিনি ক্রাইম করেছেন তাকে শিবির নেতা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ আমরা এই ঘটনার পরপরই প্রশাসনকে কল করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। তিনি আরও বলেন, মাগরিবের পর থেকে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিবিরের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। সেটির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান ক্লিয়ার করার জন্য প্রোক্টর বরাবর একটি অভিযোগপত্র দিয়েছি।

নয়া দিগন্ত

ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বারে স্থগিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিল একই দিনে তা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এর ফলে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো আইনগত বাধা থাকছে না। গতকাল সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করা হলে চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব তা মঞ্জুর করেন। আদালতের এই আদেশের ফলে স্থগিত হওয়া নির্বাচন আয়োজনের পথ পুনরায় খুলে যায়। এদিকে হাইকোর্টের আদেশের কারণে ঢাসিকে শিক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যে গতকাল যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় পরে চেম্বার আদালতের স্থগিতাদেশের খবরে তা উদ্ভূতে পরিণত হয়।

এর আগে এক রিটের তাৎক্ষণিক শুনানি শেষে হাইকোর্ট গতকাল সোমবার বেলা ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ডাকসুর নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকার কার্যক্রম আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছিলেন। বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি দেব তাহসিন আজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ ওই আদেশ দিয়েছিলেন।

ওই আদেশের ফলে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচন আটকে গিয়েছিল। হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চেম্বার আদালতে আবেদন করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দেন।

পরে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। ফলে ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আর কোনো বাধা নেই। নিয়মিত সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন (নিয়মিত বিবিধ আবেদন) না করা পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, সেটি ছিল অনেকটা নজিরবিহীন। কারণ রিটকারী সিজেই রিটে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চাননি।

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলিগের সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' থেকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন এস এম ফরহাদ। তিনি ছাত্রলিগবিহীন ডাকসু বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি।

দীর্ঘক্ষণোচিত সংগঠন ছাত্রলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ নিয়ে ফরহাদের প্রার্থিতা বৈধতা বিষয়ে গত ২৮ আগস্ট রিট করেন ডাকসু নির্বাচনে বামজোট মনোনীত 'অপরাজেয় ৭১', 'অদম্য ২৪' প্যানেলের যুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম মাহমিদা আলম।

গত রোববার রিটটি আদালতের কার্যতালিকায় ২৮৫ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। ওই দিন সকালে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আদালত মঞ্জুরনামা (২ সেপ্টেম্বর) শুনানির জন্য রাখেন। একইদিন বিকেলে বিষয়টি আবার উত্থাপন করেন রিট আবেদনকারীর আইনজীবী। পরে আদালত গতকাল সোমবার শুনানির জন্য রাখেন। এর ধারাবাহিকতায় ■ এই পৃ ১-এর কলামে

ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই

১৮ পৃষ্ঠার পর

সোমবার রিটটি শুনানির জন্য হাইকোর্টের কার্যতালিকায় ১৭ নম্বর ক্রমিকে ওঠে।

এদিন মধ্যাহ্নবিরতির পর ২টা ৪০ মিনিটের দিকে হাইকোর্ট রিটের ওপর শুনানি শুরু হয়। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী জ্যোতির্ময় কবুয়া শুনানি করেন। সাথে ছিলেন আইনজীবী দিপন কুমার বড়ুয়া। দাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন, সাথে ছিলেন আইনজীবী মোস্তাফাসালাম হোসেন।

রিটকারীর পক্ষে আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির অনোমনী ও ডিফাক্টো প্রার্থী এস এম ফরহাদ নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাদী নেতা ছিলেন। ২০২২ সালের নভেম্বরে তোফিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। এ নিয়ে ফেসবুকে পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা দেখা গেছে। ওই কমিটিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর তালিকায় তার নাম দেখা গেছে। তখন আদালত বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীর প্রধান পরিচয় কেন তিনি একজন শিক্ষার্থী। এখানে কোনো রাজনীতি পরিচয় প্রাসঙ্গিক পাওয়ার কথা নয়। তখন আইনজীবী বলেন, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সদস্য হওয়াই বেশ কয়েকজনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। বাতিল হওয়া দুইজনের প্রমাণ আমার কাছে আছে। এস এম ফরহাদ একই অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও তার পদ বাতিল হয়নি। তখন আদালত জানতে চান এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষের কোনো আইনজীবী আছেন কি না। তখন ইং... সম্মতি দিয়ে জ্যেষ্ঠ... শিশির মনি... তিনি দাবি করেন, এস এম ফরহাদ কি না সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এরপর আদালত বলেন, মধ্যরাত বেলা মনোনয়ন পত্র ছিলেন বা আছেন সেটা আদালত বিশেষজ্ঞ নিয়ে না। তবে যেহেতু অন্যে অনেকজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে সিসি লগে সদস্য হওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুরাহা করতে হবে।

পরে শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। রুলে ডাকসুর নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় জিএস পদে এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা কেন দেয়া হবে না, এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।

হাইকোর্ট এস এম ফরহাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনোত্তর সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য তথা সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে তথ্য-প্রমাণাদিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী ট্রাইবুনালে ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে রিট আবেদনকারীকে নির্দেশ দেন। আদেশে বলা হয়, ট্রাইবুনাল অভিযোগ গ্রহণ করে অনুসন্ধান করবে। তাছাড়া রিট আবেদনকারী, ফরহাদসহ অন্য নির্বাচনোত্তর ব্যক্তিদের বক্তব্য জানতে এবং ২১ অক্টোবর আদালতে প্রতিবেদন দেবেন।

প্রসঙ্গত, ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এরই মধ্যে ছাত্রীয়কারনী ছাত্রলী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংস্থা আলাদা প্যানেল দিয়েছে। বাকশক্তী ছাত্র সংসদেরতো দুটি প্যানেল দিয়েছে। পৃথক ও জাপিক হিসিবে মোট পাঁচেল ১৩টির মতো।

এবার ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৯১ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৯২ জন। সবচেয়ে বেশি ২৯৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১৮টি হলে ১৩টি পদে মোট এক হাজার ৩৩ প্রার্থী দুরুজভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন।

ইত্তেফাক



হাইকোর্টে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের রায়ের খবর প্রকাশের পর উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রার্থীরা। গতকাল সোমবার তোলা ছবি —আবদুল গনি

ডাকসু নির্বাচনে স্থগিতাদেশ ৪৫ মিনিটের মধ্যে স্থগিত

এর আগে নির্বাচন স্থগিতের খবরে বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার ষাঠে এখন ব্যস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। জয় নেতে ভোট কাউকে একফালও ছাড় দিতে নারাজ। এরই মধ্যে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ প্যানেলের ভিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা ক্যান্সেল করে দাবের করা হয় রিট। গতকাল সোমবার ঐ রিটের ওপানি দিয়ে স্থগিত করা হয় ডাকসু নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া। উচ্চ আদালতের এমন আদেশ শুনে বিক্ষোভ মিছিল নেন করেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ শিক্ষার্থীরা। এরই মধ্যে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের আবেদনে আদেশ প্রদানের ৪৫ মিনিটের মধ্যেই হাইকোর্টের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি জনাব বাহবুব।

চেম্বার আদালতের আদেশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌসুলি অ্যাডভোকেট মো. শিশির মনির বলেন, রিট আবেদনকারী তার আবেদনে নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনা চাননি। তার পরও হাইকোর্ট নির্বাচন স্থগিত করেছে, এটি খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই ধরনের আদেশ ঠিক না। তিনি বলেন, এই আদেশ কারো জন্য কল্যাণকর নয়। আজ মঙ্গলবার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে শিঘ্রই আপিল করব। আশা করি, এটিরই শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, শিবিরসমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'-এর জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা ক্যান্সেল করে গত রবিবার হাইকোর্টে রিট করেন 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেলের যুক্তিসহ ও গণতান্ত্রিক আপোসনবিরোধক সম্পাদক প্রার্থী বি এম জাহিদিল আলম। রিটে বলা হয়, ফরহাদ শিবির ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের কমিটিতে ছিল। সেজন্য আইনে পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ডাকসু নির্বাচনে স্থগিতাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ, সেহেতু একই অভিযোগে দুই জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হলেও ফরহাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়নি। এটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বিচারিতা। বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চে সোমবার এ রিটের ওপর শুনানি হয়। শুনানিতে রিটকারী পক্ষের কৌসুলি ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ফরহাদের প্রার্থিতা স্থগিত করার আবেদন জানান। জবাবে প্রতিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যে দুজনের প্রার্থিতা বা মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে, তা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। ফরহাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের কাছে করা হয়নি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অভিযোগ না করে রিট আবেদন করা হয়েছে, তাই এটা খারিজযোগ্য।

শুনানি শেষে হাইকোর্ট রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, ফরহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগসংক্রান্ত সব ধরনের প্রমাণসহ রিট আবেদনকারীকে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হলো। নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দেওয়া হলো অভিযোগটি গ্রহণ করতে। অভিযোগ গ্রহণ করে সব পক্ষকে নিয়ে শুনানির পর আগামী ২১ অক্টোবরের মধ্যে এ বিষয়ে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করবে। আগামী ৩০ অক্টোবর এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হলো।

নির্বাচন স্থগিতের খবরে উত্তাল ক্যাম্পাস, পরে উল্লাস : এদিকে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক আন্দোলনের ডাক দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে টিএসসির রাজু ভাস্কর্য এবং উপাচার্যের বাসভবন অভিমুখে রওনা দেয়। তারা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদসহ ডাকসুর বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তবে স্থগিতাদেশ বাতিলের খবর পৌঁছাতেই পরিস্থিতি পালটে যায়। প্রতিবাদী স্লোগান রূপ নেয় বিজয়ের উল্লাসে, বিক্ষোভ মিছিল মুহূর্তেই পরিণত হয় আনন্দ মিছিলে।

এর আগে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ডাকসু নির্বাচন ঠিক সময়েই হতে হবে, সেটাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি বলেন, শিবিরের জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদ সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউট ছাত্রলীগের পোস্টেড নেতা ছিলেন। তিনি ৫ আগস্টের পরও ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেননি, পরেও পদত্যাগ করেননি। ডাকসু নির্বাচনে যে প্রক্রিয়ায় ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টদের বাদ দেওয়া হয়েছে, এস এম ফরহাদ কেন এই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েনি?

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ মনোনীত 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলের ভিপি-প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট নয়, আসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তির প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে করা একটি রিটকে কেন্দ্র করে পুরো ডাকসু নির্বাচন বন্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। আমরা যেসব শঙ্কার কথা বলে আসছিলাম, আজ তারই প্রমাণ মিলেছে। শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করতে নানা ধরনের ম্যাকানিজম দাঁড় করানো হচ্ছে।' শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'ডাকসু হচ্ছে আপনাদের অধিকার। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা সব ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করব।'

ডাকসু নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই শেষ মুহূর্তে আদালতে রিট আবেদন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। গতকাল সন্ধ্যায় ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ডাকসু নির্বাচনের ভোটার তালিক প্রণয়ন হয়েছে ১১ আগস্ট, প্রার্থিতা নেওয়া ও প্রত্যাহার চলেছে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। ঐ গোষ্ঠী চাইলে ঐ সময়ের মধ্যে রিট করতে পারত। কিন্তু ডাকসু নির্বাচন যখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তারা হাইকোর্টে রিট করছে। আমরা মনে করি, এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। পুরো নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য শেষ মুহূর্তে এসে এই রিট করা হয়েছে।'

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গতকাল সকালে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলনকক্ষে ডাকসু নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষ্যে সার্বিক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন নিয়ে কোন বাধা নেই : ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, 'আমাদের আইনজ্ঞ প্যানেলের সদস্যদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পূর্বঘোষিত শিডিউল অনুযায়ী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।' গতকাল সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

রিট আবেদনকারী নারী প্রার্থীকে হুমকি, ঢাবি ছাত্রের স্ট্যাটাস ভাইরাল

এদিকে, বিকেলে রিট আবেদনকারী এই নারী প্রার্থীকে নিয়ে 'গণধর্ষণের' হুমকি দিয়ে আলী হুসেন নামে এক ব্যক্তি ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। আলী হুসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী, থাকেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। পরে আলোচনা-সমালোচনার মুখে রাতে ফেসবুকের এক লাইভে এসে আলী হুসেন বলেন, 'বিকালের আমার পোস্টের জন্য সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি কোনো দলের সাথে যুক্ত নই।'

আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচন

সাক্ষাৎকারে জামালুদ্দীন খালিদ

ঢাবি হবে সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়

মাহির কাইয়ুম, ঢাবি



আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল থেকে ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের এবং কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলায়।

ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকা খালিদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিকরণ ও প্রশাসনিক আধিপত্য দূর করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আমি নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার অর্থে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার জন্য কাজ করব।'

তার দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান প্রধান সংকটগুলোর কথা জানিয়ে খালিদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, প্রশাসনিক রাজনীতিকরণ। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি জায়গায় অতি-রাজনীতিকরণ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বিগত সময়গুলোতে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও আধিপত্যের মাধ্যমে আবাসন সংকট থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বড় সংকট রয়েছে, সেগুলো যুগের পর যুগ জিইয়ে রাখা হয়েছে।

আপনি কেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেন— এমন প্রশ্নের উত্তরে খালিদ বলেন, 'আমি এমন একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি যেখানে শিক্ষকরা অরাজনৈতিক থাকবেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থাকবে নিরপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকার অর্থে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়, বরং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সবাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করবেন। রাজনীতি থাকবে; তবে কেউ কারো ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে না, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। সবার প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় গবেষণাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে।

জামালউদ্দিন খালিদ বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা সত্যিকার অর্থে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে চাই। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় তার অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত একান্তভাবে নেবে। যেখানে রাষ্ট্রীয় কিংবা কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না। এ জন্য ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে পরিবর্তন প্রয়োজন। এই অধ্যাদেশে শিক্ষার্থীদের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে ডাকসুকে নিয়মিত করে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।'

বিগত ডাকসুগুলোর তুলনায় এবারের নির্বাচন কেন ভিন্ন—এমন প্রশ্নের যেভাবে তিনি বলেন, '২০১৯ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেটা কোনো নির্বাচন ছিল না; ছিল শুধুই ভোঁকা। তারপরও ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমরা সে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। তবে সে নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে পারেননি। প্রশাসন সরাসরি ছাত্রলীগের পক্ষ নিয়েছিল। তবে এবারের নির্বাচন খুবই উৎসবমুখর পরিবেশে হতে চলেছে। ইতিহাসের সর্বাধিক প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর আমরা পাব।'

আপনাদের স্বতন্ত্র প্যানেল নিয়ে কতটুকু আশাবাদী—এমন প্রশ্নের জবাবে খালিদ বলেন, 'আমরা জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী।

খবরের কাগজ

এক রায়ে অস্থিরতা, অন্যটিতে স্বস্তি

ডাকসু নির্বাচন

- নির্বাচন আয়োজনে বদ্ধপরিকর ঢাবি
- শিবির ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ইশতেহার ঘোষণা
- ডাকসু নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

আরিফ জাওয়াদ



হাইকোর্ট ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেছেন- এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে গতকাল শিক্ষার্থীরা জিসির বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন

মাহমুদ মিলন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু কার্যালয়ের সামনে গতকাল ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে

গণমাধ্যম কর্মী

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করার হাইকোর্টের আদেশের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় তারা 'হাইকোর্ট না ডাকসু, ডাকসু ডাকসু', 'হাইকোর্টের প্রহসন, মানি না মানবো না', 'হাইকোর্টের প্রহসন, চেকে দাও ঘুষিয়ে দাও'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে হাইকোর্টে রায় ঠেকানো আদালত থেকে ছাত্রীদের দল এসে বাড়ি ফিরে যায়। উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে সরে যান শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে সরাসরি সময়মতো ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ করে প্রশাসন-শিবির-গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন-বামপন্থি সাংস্কৃতিকসংগঠন। এতে একে নির্ধারিত সময়ে ডাকসু নির্বাচনের দাবি তুলে সংবাদ সম্মেলন করে, সেটি চলে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

নির্বাচন নিয়ে মডেল চেতনার ঘোষণা প্রার্থীরা

গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ছাত্রলীগ সংগঠন পাশাপাশি ক্যাম্পাসে ইসলামীছাত্রী শিবির প্রার্থী আবদুল্লাহ তাসিন।

>> এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'এক ব্যক্তির প্রার্থীতা প্রত্যাহার চেয়ে করে পুরো ডাকসু বানচালের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা এতদিন ধরে বসে আছি, ডাকসু বানচালের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সেটি আজ স্পষ্ট হলো। আজকে যে ষড়যন্ত্র দেখলাম, শিক্ষার্থীরা এটে বাল কাউ দেখেছেন। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সব ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দেব এবং যথাসময়ে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

এরপরই পৌনে ৬টার দিকে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি শিবির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মাহাফাত ইশতেহার ঘোষণা করেন। ঘোষণা-ধরনের কারণেই না করে বিভিন্ন মাধ্যমরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে কথাব সাথেনে ছাত্র ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি শিবির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মাহাফাত ইশতেহার ঘোষণা করেন। ঘোষণা-ধরনের কারণেই না করে বিভিন্ন মাধ্যমরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে কথাব সাথেনে ছাত্র শিক্ষার্থী এক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী টীমমা জবেমা বলেন, 'এ নির্বাচন প্রার্থিত্ব বাতিল্যায় পরিস্থিতি করা হচ্ছে। আমরা বলতে চাই, নির্বাচিত সদস্যই ভোট হবে এবং ভোট সর্বোচ্চ শুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ভোট যদি কারুপি বা মাইন জাতীয় কারো ভোট কাটে, ভোট যদি ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে, আমাদের প্যানেলের ভোট ভোট আর বেশি আসান হবে না। ভোটাররা ভোট দিতে আসবেন এবং এই ভোটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।'

এর আগে ছাত্রদল প্যানেল থেকে বিজয়ের মিছিল শেষে ক্যাম্পাসের বাঙ্গার প্রাঙ্গণে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন যথাসময়ে হতে হবে। ভোটকে বাধ্যতার করার অধিকার কারোর নেই।'

এ ছাড়া বিপিএসসি পার্শ্ব, রোড যুবাই ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাদা প্যানেল এবং বহু প্যানেলের প্রার্থীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেন এবং যথাসময়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

শিবির ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ইশতেহার ঘোষণা

ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ইশতেহার ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত প্যানেল সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ। ডাকসু ক্যাম্পাসের সাজনে ইশতেহার পাঠ করেন শিবির প্যানেলের এজিএস প্রার্থী মাহিউদ্দিন খান।

ডাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাসিবাদের টীল, ফ্যাসিবাদী কাঠামো, ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি ও চর্চার পুরুজ্জীবনের জোর করলেও ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা তারেছে শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।

প্রার্থী বিষয়ক স্বত্বাধিকার নিয়ে ইশতেহার পাঠকালে তারা বলে জানিয়েছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। যে ছাত্রটি নিজের অধ্যক্ষিকার দেওয়া হবে তা বলে- নিরাপদ ক্যাম্পাস, আবাসন সংকট সমাধান, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সুবিধা ও শান্তসম্মত খাবার, উন্নত পরিবহন, ব্যাসিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বলা হয়েছে। এছিএস প্রার্থী মহিউদ্দিন খানের ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহার পাঠ শেষে সভাপতী শরুকা সেন ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, 'আমাদের জোট ভাঙ্গে শিক্ষার্থীদের জোট। তুলটি বিভেদের মাধ্যমে আমরা সেটিকে সে ব্যর্থই, সেটি থেকে মুক্তি পেয়েছি।'

বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে ইশতেহার ঘোষণা করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত প্যানেল সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ। প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ইয়াসিন আরাফাত ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহারে তুলে ধরা হোসিত অঙ্গীকারগুলোর কয়েকটি হলো- প্রোফাইটার ভবনসহ কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনে কেন্দ্রোনীয় পাসপোর্ট সেবায়; শিক্ষাবিনোদনা প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষিণ পালনে ব্যাবস্তরণ এবং দুর্নীতি রোধ করে প্রত্যেকটি যথাযথ বাস্তবায়ন; ক্যাম্পাসজুড়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় এনে খাবারের দাম কমানো ও মান বৃদ্ধি করা; সবার জন্য সিসিক্ষর লেক ও উন্নত আবাসন নিশ্চিত এবং হলে অনলাইনিক ছাত্রীদের জন্য ওনলাক্ষ স্থাপন করা; কালাচাঁদ হেলিপ্যাড, চিকিৎসাসেবা ও সৌন বরাবরি রোধ করা এবং জ্ঞান ও মত প্রকাশ উন্মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

ডাকসু নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, এনডিসি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গতকাল সকালে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে মতবিনি বিনিময়সভা ও ট্রেনিন ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রের সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করতে তিনি এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ডিএমপি কমিশনার বলেন, 'ডাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ঘেরে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মন নির্দেশনা অনুযায়ী সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা প্রস্তুত। যারা ডাকসু নির্বাচনকে ভন্ডুল করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'